আজকের কাগজ

তারিখ ... 12 DEC 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

২৫

105

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস দমনের জন্যে ৩৯ জনের তালিকা, এ মাসেই গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে

কাগজ প্রতিবেদকঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস দমনের জন্যে ৩৯ জনের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পর্যায়ক্রমে এ মাসের মধ্যেই এদের গ্রেফতার করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই তালিকায় অধিকাংশই ছাত্র লীগ (শা-অ) এর কর্মী বলে ঐ সূত্র জানিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঐ সূত্রের মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় যারা জড়িত ছিলেন এবং বিভিন্ন হত্যা মামলায় আসামীদের এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকের প্রস্তাবের আলোকেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ঐ বৈঠকে দলমত নির্বিশেষে সকল সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঐ ব্যবস্থা গ্রহণের পর রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসীদের পক্ষে অবস্থান না গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, মুন্না ও হালিম হত্যাকান্ড, চুন্নু হত্যাকান্ডসহ বেশ কিছু হত্যাকান্ডের অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যারা সন্ত্রাসী হিসেবে অভিযুক্ত তাদের কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের গ্রেফতারের কোনো নির্দেশ দেয়নি। সরকারের সূত্রগুলোর মতে, ৩৯ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই শিমুল, আলাউদ্দিন, মনির, হামিদ, আশীষ, নান্নু, মাসুদকে মিলন হত্যার অভিযোগে, মাহাবুব হত্যার অভিযোগে মাসুমকে এবং সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে লিয়াকতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকারের সূত্রগুলো বলছে, পর্যায়ক্রমে তালিকায় অন্যান্য যারা আছে, তাদেরও গ্রেফতার করা হবে।

এদিকে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে, অনেক চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের এই অভিযানকে পক্ষপাতদুষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তারা বলছেন, 'সরকারি ছাত্র সংগঠনের মদদপুষ্ট হয়ে যারা সন্ত্রাস করছে, তাদের কারো বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না, বরং তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে'। অভিযোগ করা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত মুন্না ও হালিম হত্যাকান্ড এবং চুন্নু হত্যাকান্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। মুন্না ও হালিম হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে নীরু, অভি, রতন, মালেক, ইলিয়াসকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো। তাদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়েছিলো। এদের মধ্যে নীরু ও অভি ছাড়া বাকি সবাই এখনো ছাত্রদলের পৃষ্ঠপোষকতায় আছে। সব ছাত্র সংগঠনই বলেছে, পক্ষপাতপূর্ণভাবে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হলে সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্য এখনো এদের গ্রেফতারের কোনো নির্দেশ দেয়নি। প্রসঙ্গত গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য অভিযোগ করেছে যে, পুলিশের গ্রেফতার পক্ষপাতপূর্ণ হচ্ছে।